

ষষ্ঠ অধ্যায় বহিঃ খাত

[মন্দা পরবর্তী বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ধীরে ধীরে উন্নতি ঘটলেও উন্নত দেশসমূহের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া এখনও মন্থর। এসব দেশ ইউরো অঞ্চলের “সার্বভৌম ঋণসংকট” ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের “ফিসকাল ক্লিফ” উদ্ভূত মন্দা কাটিয়ে উঠলেও এখনও অর্থনৈতিক ঝুঁকি রয়েছে। ২০১২ সালে বিশ্বব্যাপী এই অর্থনৈতিক অস্থিরতা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে বিশেষ করে তৈরি পোষাকের চাহিদা উন্নত বিশ্বে কিছুটা কমে গিয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে আমদানি ব্যয় ও রপ্তানি আয় উভয়ই কিছুটা হ্রাস পায়। আমদানি হ্রাস পাওয়ার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পেয়েছে ও মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া চলতি হিসাবের স্থিতি বৃদ্ধির সাথে সাথে লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে স্থিতি বিরাজ করছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ) পর্যন্ত রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ১০.২০ শতাংশ হয়ে ১৯,৭০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে, একই অর্থবছরের প্রথম আট মাসে আমদানির প্রবৃদ্ধি ৭.০ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২২,৪১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ সালে চলতি হিসাবের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১,৩৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। ৪ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ১৪.১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।]

বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতি

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের *World Economic Outlook, April 2013* অনুযায়ী ২০১২ সালে বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ২.৫ শতাংশ যা ২০১১ সালে ছিল ৬.০ শতাংশ। *Outlook* এর পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১৩ সালে বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৬ শতাংশ হতে পারে। ২০১৪ সাল নাগাদ বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতির আরও উন্নতি হতে পারে। এ সময় প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫.৩ শতাংশ। অন্যদিকে *Outlook, April 2013* অনুযায়ী ২০১২ সালে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের আমদানি ও রপ্তানির প্রবৃদ্ধি ৪.৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১.০ শতাংশে ও ৫.৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১.৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের আমদানি ও রপ্তানির প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৮.৬ শতাংশ থেকে ৪.৯ শতাংশ ও ৬.৪ শতাংশ থেকে ৩.৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একই পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১৩ সাল নাগাদ উন্নত দেশসমূহের আমদানি ও রপ্তানির প্রবৃদ্ধি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ২.২ শতাংশ ও ২.২ শতাংশে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে, বিকাশমান ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের আমদানি ও রপ্তানির প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়ে ৬.২ শতাংশ ও ৬.২ শতাংশে দাঁড়াবে। তবে *Outlook* এর পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১৪ সাল নাগাদ বিশ্ব অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়ে একটি স্থিতিশীল পর্যায়ে অবস্থান করবে। নিম্নের সারণি ৬.১-এ বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির ধারা তুলে ধরা হ’লঃ

সারণি ৬.১: বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির গতিধারা

(শতকরা পরিবর্তন)

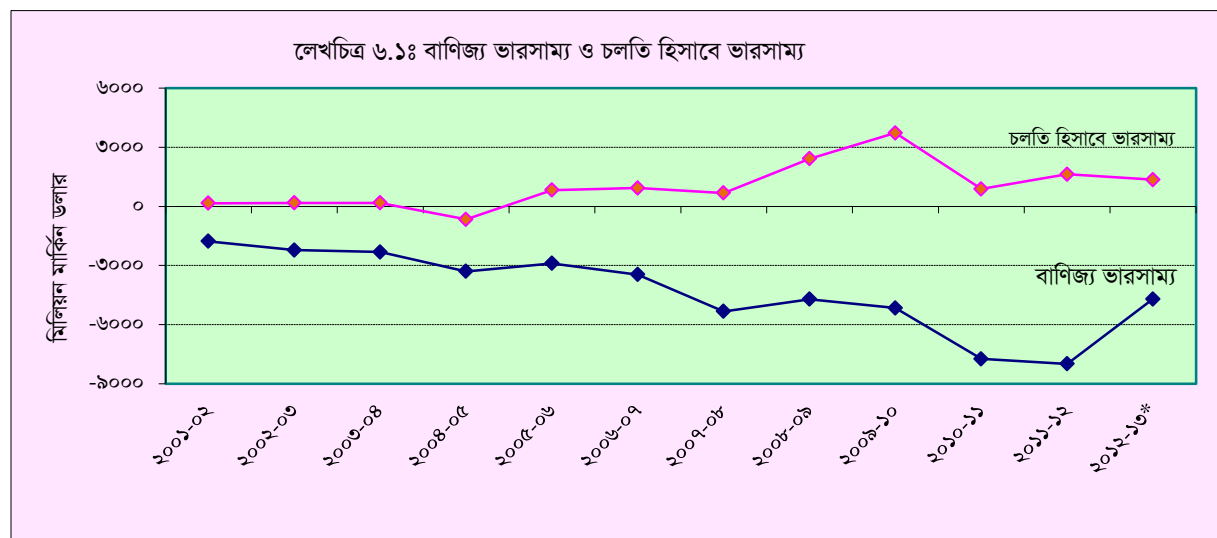
	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ	
	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪
বিশ্ববাণিজ্য (পণ্য ও সেবা)	৬.০	২.৫	৩.৬	৫.৩
আমদানি				
উন্নত অর্থনীতি	৪.৭	১.০	২.২	৪.১
বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৮.৬	৪.৯	৬.২	৭.৩

	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ	
রপ্তানি				
উন্নত অর্থনীতি	৫.৬	১.৯	২.২	৪.১
বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৬.৪	৩.৭	৬.২	৭.৩

উৎসঃ World Economic Outlook, April, 2013, IMF.

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

২০১২-১৩ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে দেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ৬,৩৮৪ মিলিয়ন ডলার থেকে শতকরা ২৬.২৭ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৪,৭০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। আয় হিসাবে ঘাটতি শতকরা ৩৫.৯২ ভাগ এবং সেবা খাতে ঘাটতি শতকরা ৩৭.৭৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে মাধ্যমিক আয় প্রবাহ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় শতকরা মাত্র ১৬.৭৪ ভাগ বৃদ্ধি পায় যার ফলে চলতি হিসাবের ভারসাম্য শতকরা ৩০৫.৩০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে চলতি হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৩৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৬৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১২-১৩ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩,৫০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ খাতে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৫১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাণিজ্য ভারসাম্য ও চলতি হিসাবের ভারসাম্য পরিস্থিতি ২০০১-০২ অর্থবছর থেকে ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত বছরভিত্তিক এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গতিধারা লেখচিত্র ৬.১-এ দেখানো হলো। এছাড়া, ২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত বছরভিত্তিক এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বছরভিত্তিক দেশের সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য পরিস্থিতি সারণি ৬.২-এ দেখানো হলো।



*জুলাই-ফেব্রুয়ারি

সারণি-৬.২: বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	অর্থবছর '০৭	অর্থবছর '০৮	অর্থবছর '০৯	অর্থবছর '১০	অর্থবছর '১১	অর্থবছর '১২*	অর্থবছর '১৩**
বাণিজ্য ভারসাম্য		-৩৪৫৮	-৫৩৩০	-৪৭১০	-৫১৫৫	-৭৯৯৫	-৪৭০৭
রপ্তানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	১২০৫৩	১৪১৫১	১৫৫৮১	১৬২৩৩	২২৫৯২	২৩৯৯২	১৭০৭৭
আমদানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	-১৫৫১১	-১৯৪৮১	-২০২৯১	-২১৩৮৮	-৩০৩৩৬	৩১৯৮৭	২১৭৮৪
সেবা	-১২৫৫	-১৫২৫	-১৬১৬	-১২৩৩	-২৩৬৯	-২৫৬৬	-২৮২২
গ্রহণ	১৪৮৪	১৮৯১	১৮৩২	২৪৭৮	২৫৭৩	২৬৮৪	১১২৯

খাতসমূহ	অর্থবছর '০৭	অর্থবছর '০৮	অর্থবছর '০৯	অর্থবছর '১০	অর্থবছর '১১	অর্থবছর '১২*	অর্থবছর '১৩**
প্রদান	-২৭৩৯	-৩৪১৬	-৩৪৪৮	-৩৭১১	-৪৯৪২	৫২৫০	৩৯৫১
প্রাথমিক আয়	-৯০৫	-৯৯৪	-১৪৮৪	-১৪৮৪	-১৪৫৪	-১৫০৮	-১৩৫১
গ্রহণ	২৪৪	২১৭	৯৫	৫২	১২৪	১৯৫	৮৭
প্রদান	-১১৪৯	-১২১১	-১৫৭৯	-১৫৩৬	-১৪৭৮	১৭০৩	১৪৩৮
তন্মধ্যে সরকারের সুদ পরিশোধ	-২১২	-২৩৪	-২৩৮	-২১৫	-৩৪৫	-৩৭৩	২৮১
মাধ্যমিক আয়	৬৫৫৪	৮৫২৯	১০২২৬	১১৫৯৬	১২৪৫২	১৩৬৯৯	১০২৩৫
সরকারি	৯৭	১২৭	৭২	১২৭	১০৩	১০৫	৪৩
বেসরকারি	৬৪৫৭	৮৪০২	১০১৫৪	১১৪৬৯	১২৩৪৯	১৩৫৯৪	১০১৯২
তন্মধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ	৫৯৭৯	৭৯১৫	৯৬৮৯	১০৯৮৭	১১৬৫০	১২৮৪৩	৯৭৭৮
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	৯৩৬	৬৮০	২৪১৬	৩৭২৪	৮৮৫	১৬৩০	১৩৫৫
মূলধনী ও আর্থিক হিসাব							
মূলধনী হিসাব	৪৯০	৫৭৬	৪৫১	৫১২	৬৪২	৪৬৯	৩০১
মূলধনী হস্তান্তর	৪৯০	৫৭৬	৪৫১	৫১২	৬৪২	৪৬৯	৩০১
আর্থিক হিসাব	৭৬২	-৪৫৭	-৮২৫	-৬৫১	-১৯২০	-৯৫৫	১৭৫৫
সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (নীট)/১	৭৯৩	৭৪৮	৯৬১	৯১৩	৭৭৫	৯৯৫	৯৫০
পোর্টফোলিও বিনিয়োগ	১০৬	৪৭	-১৫৯	-১১৭	-২৮	১৯৮	১৫৫
অন্যান্য বিনিয়োগ	-১৩৭	-১২৫২	-১৬২৭	-১৪৪৭	-২৬৬৭	-২১৪৮	৬৫০
মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ (এমএলটি) প্রাপ্তি	১০৩৭	১৩৩৮	১২০৪	১৫৮৯	১০৩২	১৪৬০	১২৩৪
মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ (এমএলটি) পরিশোধ	-৫২৫	-৫৮০	-৬৪১	৬৮৭	৭৩৯	৭৮৯	৬৫৩
অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ (নীট)	-২৪	-৬	-৭০	-১৫১	-১০১	-৫৭	-১০৩
অন্যান্য স্বল্প মেয়াদি ঋণ (নীট)	৪৯৩	-১৬০	-১৬৯	৬২	৫৩১	২৪২	৪০০
অন্যান্য পরিসম্পদ	-৫৩৫	-৬০৩	-৬৫০	-৯০২	-৬৬১	-১৬০৬	
বাণিজ্য ঋণ (নীট)	-৪৮১	-১১০৮	-১২৭৭	-১০৪৩	-২৫৬৯	-১৪৫০	-২৩৪
বাণিজ্যিক ব্যাংক	-১০২	-১৩৩	-২৪	-৩১৫	-১৬০	৫২	
পরিসম্পদ	-৮৬	-১৪৬	-১২৯	৪১০	৪৫২	৪৪৩	-১১৩
দায়	-১৬	১৩	১০৫	৯৫	২৯২	৪৯৫	১১৯
ভুল ভ্রান্তি	-৬৯৫	-৪৬৮	১৬	-৭২০	-২৬৩	-৬৫০	৯৫
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	১৪৯৩	৩৩১	২০৫৮	২৮৬৫	-৬৫৬	৪৯৪	৩৫০৬
সংরক্ষিত পরিসম্পদ	-১৪৯৩	-৩৩১	-২০৫৮	-২৮৬৫	৬৫৬	-৪৯৪	-৩৫০৬
বাংলাদেশ ব্যাংক	-১৪৯৩	-৩৩১	-২০৫৮	-২৮৬৫	৬৫৬	-৪৯৪	-৩৫০৬
পরিসম্পদ	-১৫৯৩	-৭৯৯	-১৮৮৩	৩৬১৬	-৪৮১	২৯৩	৩৪৬৫
দায়	১০০	৪৬৮	-১৭৫	৭৫১	১৭৫	-২০১	-৪১

উৎস : বাংলাদেশ ব্যাংক * সংশোধিত। **জুলাই-ফেব্রুয়ারি (সাময়িক)

১/ এক্টারপ্রাইজ সার্ভের ভিত্তিতে

বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতি

রপ্তানি পরিস্থিতি ও রপ্তানির পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস

২০১২-১৩ অর্থবছর জুলাই-মার্চ পর্যন্ত সময়ে মোট রপ্তানি আয় ২০১১-১২ অর্থবছরের একই সময়কালের তুলনায় শতকরা ১০.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯,৭০৪ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। দেশের মোট রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে তৈরি পোশাক এবং নীটওয়ার দ্রব্যাদির উল্লেখযোগ্য অবদান ২০১২-১৩ অর্থবছরের আলোচ্য সময়েও অব্যাহত থাকে। এ সময়ে রপ্তানি পণ্যের শ্রেণীবিন্যাসভিত্তিক পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, পেট্রোলিয়াম উপজাত দ্রব্য (শতকরা ২৪.১ ভাগ), পাদুকা (শতকরা ১৯.৪ ভাগ), পাটজাত পণ্য (শতকরা ১৫.৭ ভাগ), চামড়া

(শতকরা ১৫.০ ভাগ), হস্তশিল্পজাত দ্রব্য (শতকরা ১৪.৬ ভাগ), তৈরি পোশাক (শতকরা ১৩.৮ ভাগ), প্রকৌশল সামগ্রী (শতকরা ৮.৯ ভাগ), নীটওয়ার (শতকরা ৮.৪ ভাগ), এবং সিরামিক দ্রব্য (শতকরা ৬.৮ ভাগ) খাতে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে, চা (শতকরা ৪২.৭ ভাগ), হিমায়িত খাদ্য (শতকরা ১৬.২ ভাগ), রাসায়নিক দ্রব্য (শতকরা ১৪.৬ ভাগ), কাঁচা পাট (শতকরা ১৩.৪ ভাগ) এবং কৃষিজাত পণ্য (শতকরা ১১.১ ভাগ) খাতে রপ্তানি আয় হ্রাস পায়। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ পর্যন্ত বছরভিত্তিক রপ্তানি আয় পরিস্থিতি সারণি ৬.৩-এ দেখানো হলো।

সারণি -৬.৩: রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানি পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস

গ্রুপ-ভিত্তিক পণ্য	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)			মোট রপ্তানিতে শতকরা হার			রপ্তানি প্রবৃদ্ধি		
	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩*	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩*	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩*
১। প্রাথমিক পণ্য	১৩১৬	১২৬৭	৯৪১	৫.৭	৫.২	৪.৮	৪৮.৯	-৩.৭	-৩.২
ক) হিমায়িত খাদ্য	৬২৫	৫৯৮	৩৯৭	২.৭	২.৫	২.০	৪০.৪	-৪.৩	-১৬.২
খ) চা	৩	৩	২	০.০	০.০	০.০	-৫০.০	১২.৭	-৪২.৭
গ) কৃষিজাত পণ্য	২৬২	৩০৫	২৫২	১.১	১.৩	১.৩	৪২.৪	১৬.৩	-১১.১
ঘ) কাঁচাপাট	৩৫৭	২৬৬	১৭৩	১.৬	১.১	০.৯	৮২.১	-২৫.৫	-১৩.৪
ঙ) অন্যান্য	৬৯	৯৫	১১৮	০.৩	০.৪	০.৬	৩০.১	৩৭.৩	৮৩০.৬
২। শিল্পজাত পণ্য	১৯৯৮৬	২১২৪৮	১৭৪৯৮	৮৭.২	৮৭.৪	৮৮.৮	৩০.৪	৬.৩	১১.৫
ক) তৈরি পোশাক	৮৪৩২	৯৬০৩	৮০৯০	৩৬.৮	৩৯.৫	৪১.১	৪০.২	১৩.৯	১৩.৮
খ) নীটওয়ার	৯৪৮২	৯৪৮৬	৭৫৮৭	৪১.৪	৩৯.০	৩৮.৫	৪৬.৩	০.০	৮.৪
গ) চামড়া	২৯৮	৩৩০	২৭২	১.৩	১.৪	১.৪	৩১.৯	১০.৭	১৫.০
ঘ) পাটজাত পণ্য	৭৫৮	৭০১	৫৯৩	৩.৩	২.৯	৩.০	৪০.৪	-৭.৫	১৫.৭
ঙ) সার ও রাসায়নিক দ্রব্য	১০৫	১০৩	৭৩	০.৫	০.৪	০.৪	১.৯	-১.৯	-১৪.৬
চ) পাদুকা	২৯৮	৩৩৬	৩১১	১.৩	১.৪	১.৬	৪৬.১	১২.৬	১৯.৪
ছ) সিরামিক দ্রব্য	৩৮	৩৪	২৮	০.২	০.১	০.১	২২.১	-	৬.৮
জ) প্রকৌশল সামগ্রী	৩১০	৩৭৫	২৮৩	১.৪	১.৫	১.৪	-০.৩	২১.১	৮.৯
ঝ) পেট্রোলিয়াম উপজাত	২৬১	২৭৫	২৫৭	১.১	১.১	১.৩	-১৩.৩	৫.৪	২৪.১
ঞ) হস্তশিল্পজাত দ্রব্য	৪	৫	৪	০.০	০.০	০.০	০.০	২৫.০	১৪.৬
ট) অন্যান্য	১৬২৩	১৭৮৭	১২৬৫	৭.১	৭.৪	৬.৪	৪৬.৮	১০.১	৩.৯
মোট রপ্তানি	২২৯২৪	২৪৩০২	১৯৭০৪	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৪১.৫	৬.০	১০.২

উৎস: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো। *জুলাই-মার্চ

দেশভিত্তিক রপ্তানি

দেশভিত্তিক রপ্তানি কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্র আমাদের রপ্তানি পণ্যের বৃহত্তম বাজার। সারণি-৬.৪ থেকে দেখা যায় যে, ২০১২-১৩ অর্থবছরে জুলাই-মার্চ সময়ে বাংলাদেশী পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ হিসেবে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আলোচ্য সময়কালে ৩,৯৫২.৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে, যা দেশের মোট রপ্তানির শতকরা ২০.০৬ ভাগ। যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্যসমূহ হলোঃ তৈরি পোশাক, নীটওয়ার, হিমায়িত চিংড়ি, ক্যাপ, হোম টেক্সটাইল ইত্যাদি। বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পরে রয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশ যথাক্রমে জার্মানি (শতকরা ১৪.৭৫ ভাগ), যুক্তরাজ্য (শতকরা ১০.৪২ ভাগ) ও ফ্রান্স (শতকরা ৫.৩৭ ভাগ)। ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ পর্যন্ত দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়ের তুলনামূলক চিত্র সারণি ৬.৪-এ দেখানো হলো।

সারণি-৬.৪: দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	যুক্তরাষ্ট্র	জার্মানি	যুক্তরাজ্য	ফ্রান্স	বেলজিয়াম	ইতালি	নেদারল্যান্ড	কানাডা	জাপান	অন্যান্য	মোট
২০০০-০১	২৫০০.৪২	৭৮৯.৮৮	৫৯৮.১৮	৩৬৫.৯৯	২৫৩.৯১	২৯৫.৭৩	৩২৭.৯৬	১২৫.৬৬	১০৭.৫৮	১১০৫.৯৯	৬৪৭১.৩০
২০০১-০২	২২১৮.৭৯	৬৮১.৪৪	৬৪৭.৯৬	৪১৩.৬৯	২১১.৩৯	২৬২.৩১	২৮৩.৩৬	১০৯.৮৫	৯৬.১৩	১০৬১.১৭	৫৯৮৬.০৯
২০০২-০৩	২১৫৫.০০	৮২০.৭২	৭৭৮.২৫	৪১৮.৫১	২৮৯.৮৮	২৫৮.৯৯	২৭৭.৯৫	১৭০.২৬	১০৮.০৩	১২৭১.২১	৬৫৪৮.৪০
২০০৩-০৪	১৯৬৬.৫৮	১২৯৮.৫৪	৮৯৮.২১	৫৫২.৯৬	৩২৬.৯৫	৩১৫.৯৩	২৯০.৪৪	২৮৪.৩৩	১১৮.১৬	১৫৫০.৮৯	৭৬০২.৯৯
২০০৪-০৫	২৪১২.০৫	১৩৫৩.৮০	৯৪৩.১৭	৬২৬.১৭	৩২৫.৪৩	৩৬৯.১৮	২৯১.৯৪	৩৩৫.২৫	১২২.৪১	১৮৭৫.১২	৮৬৫৪.৫২
২০০৫-০৬	৩০৩৯.৭৭	১৭৬৩.৩৮	১০৫৩.৭৪	৬৭৮.৯৪	৩৫৯.৩৩	৪২৭.৮৯	৩২৭.২০	৪০৬.৯৭	১৩৮.৪৫	২৩৩০.৪৯	১০৫২৬.১৬
২০০৬-০৭	৩৪৪১.০২	১৯৫৫.৩৮	১১৭৩.৯৫	৭৩১.৭৬	৪৩৫.৮২	৫১৫.৬৬	৪৫৯.০১	৪৫৭.২১	১৪৭.৪৭	২৮৬০.৫৮	১২১৭৭.৮৬
২০০৭-০৮	৩৫৯০.৫৬	২১৭৪.৭৪	১৩৭৪.০৩	৯৫৩.১৩	৪৮৮.৩৯	৫৭৯.২৩	৬৫৩.৮৮	৫৬৪.৪৩	১৭২.৫৬	৩৫৫৯.৮৫	১৪১১০.৮০
২০০৮-০৯	৪০৫২.০০	১৫০১.২০	২২৬৯.৭০	১০৩১.০৫	৪০৯.৮০	৬১৫.৫১	৯৭০.৮০	৬৬৩.২০	২০২.৬০	৩৮৪৯.৩৩	১৫৫৬৫.১৯
২০০৯-১০	৩৯৫০.৪৭	২১৮৭.৩৫	১৫০৮.৫৪	১০২৫.৮৮	৩৯০.৫৪	৬২৩.৯২	১০১৬.৮৮	৬৪৮.১৯	৩৩০.৫৬	৪৫২২.৩৩	১৬২০৪.৭০
২০১০-১১	৫১০৭.৫২	৩৪৩৮.৭০	২০৬৫.৩৮	১৫৩৭.৯৮	৬৬৬.২৪	৮৬৬.৪২	১১০৭.১৩	৯৪৪.৬৭	৪৩৪.১২	৬৭৫৬.২২	২২৯২৪.৩৮
২০১১-১২	৫১০০.৯১	৩৬৮৮.৯৮	২৪৪৪.৫৭	১৩৮০.৩৭	৭৪১.৯৬	৯৭৭.৪১	৬৯১.৩০	৯৯৩.৬৭	৬০০.৫৩	৭৬৬৭.৯৬	২৪২৮৭.৬৬
২০১২-১৩*	৩৯৫২.৭৪	২৯০৬.৮৯	২০৫২.৯৪	১০৫৭.৭৫	৫২৮.৮৮	৭৩৫.৭০	৫১৭.৪৩	৮১২.৬৩	৫৫৩.৭৮	৬৫৮৫.২০	১৯৭০৩.৯৪

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো। *জুলাই-মার্চ

আমদানি পরিস্থিতি ও আমদানিকৃত পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস

২০১২-১৩ অর্থবছরে জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে মোট আমদানি ব্যয় (সিআইএফ) পূর্ববর্তী বছরের একই সময়কালের তুলনায় ৭.০ ভাগ হ্রাস পেয়ে ২২,৪১৯ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। বিগত কয়েক বছরের পণ্য-ভিত্তিক আমদানি ব্যয় এর তুলনামূলক পরিস্থিতি সারণি ৬.৫-এ দেখানো হলো।

সারণি-৬.৫: পণ্যভিত্তিক আমদানি ব্যয় এর তুলনামূলক পরিস্থিতি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩*
ক) প্রধান প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ	৩৪৫৫	২৯১৬	২৯৪০	৫৬২৬	৪১৪৯	২৩০৩
চাল	৮৭৪	২৩৯	৭৫	৮৩০	২৮৮	১৮
গম	৫৩৭	৬৪৩	৭৬১	১০৮১	৬১৩	৪৩৩
তৈলবীজ	১৩৬	১৫৯	১৩০	১০৩	১৭৭	১৫৪
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৬৯৫	৫৮৪	৫৩৫	৯২৩	৯৮৭	৫৯৯
তুলা	১২১৩	১২৯১	১৪৩৯	২৬৮৯	২০৮৪	১০৯৯
খ) প্রধান শিল্পজাত পণ্যসমূহ	৪৮৪৪	৫০৩৫	৪৯৫৭	৭৫১১	৯২৬৩	৫৩২১
ভোজ্য তৈল	১০০৬	৮৬৫	১০৫০	১০৬৭	১৬৪৪	৮০২
পেট্রোলিয়াজাত পণ্যসামগ্রী	২০৫৮	১৯৯৭	২০২১	৩৭৮৬	৩৯২২	২২২০
সার	৬৩২	৯৫৫	৭১৭	১২৪১	১৩৮১	৯৩৫
ক্রিংকার	৩৪৭	৩১৪	৩৩৩	৪৪৬	৫০৪	২৭৪
স্টেপল ফাইবার	১১০	১১২	১১৮	১৮০	৪২৮	২৫৩
সূতা	৬৯১	৭৯২	৭১৮	১৩৯১	১৩৮৪	৮৩৭
গ) মূলধনী যন্ত্রসামগ্রী	১৬৬৪	১৪২০	১৫৯৫	২৩২৫	২০০৫	১০৮৭
ঘ) অন্যান্য পণ্য (ইপিজেডসহ)	১১৬৬৬	১৩১৩৬	১৪২৪৬	১৮১৯৬	২০০৯৯	১১০৯৯
সর্বমোট (সিআইএফ)	২১৬২৯	২২৫০৭	২৩৭৩৮	৩৩৬৫৮	৩৫৫১৬	১৯৮১০
শতকরা পরিবর্তন	২৬.১	৪.১	৫.৫	৪১.৮	৫.৫	-৬.৩

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক। *(জুলাই-জানুয়ারি)

দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয়

দেশভিত্তিক আমদানির ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০১২-১৩ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে আমদানির ক্ষেত্রে চীনের অবস্থান শীর্ষে রয়েছে। আলোচ্য সময়ে মোট আমদানি ব্যয়ের শতকরা ১৮.৯৮ ভাগ চীন থেকে আমদানি করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত (শতকরা ১৩.৮৫ ভাগ) ও মালয়েশিয়া (শতকরা ৬.১৫ ভাগ)। ২০১২-১৩ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) দেশের আমদানি বাবদ মোট ১৬,৪৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৭,৭৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সারণি ৬.৬-এ দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয় পরিস্থিতি দেখানো হলো।

সারণি ৬.৬: দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	ভারত	চীন	সিঙ্গাপুর	জাপান	হংকং	তাইওয়ান	দক্ষিণ কোরিয়া	যুক্তরাষ্ট্র	মালয়েশিয়া	অন্যান্য	মোট
২০০০-০১	১১৮৪	৭০৯	৮২৪	৮৪৬	৪৭৮	৪১২	৪১১	২৪৮	১৪৮	৪০৭৫	৯৩৩৫
২০০১-০২	১০১৯	৮৭৮	৮৭১	৬৫৫	৪৪১	৩১২	৩৪৬	২৬১	১৪৫	৩৬১২	৮৫৪০
২০০২-০৩	১৩৫৮	৯৩৮	১০০০	৬০৫	৪৩৩	৩২৮	৩৩৩	২২৩	১৬৯	৪২৭১	৯৬৫৮
২০০৩-০৪	১৬০২	১১৯৮	৯১১	৫৫২	৪৩৩	৩৭৭	৪২০	২২৬	২৫৫	৪৯২৯	১০৯০৩
২০০৪-০৫	২০৩০	১৬৪২	৮৮৮	৫৫৯	৫৬৫	৪৩৯	৪২৬	৩২৯	২৭৬	৫৯৯৩	১৩১৪৭
২০০৫-০৬	১৮৬৮	২০৭৯	৮৪৯	৬৫১	৬২৬	৪৭৩	৪৮৯	৩৪৫	৩৩২	৭০৩৪	১৪৭৪৬
২০০৬-০৭	২২৬৮	২৫৭১	১০৩৫	৬৯০	৭৪৭	৪৭৩	৫৫৩	৩৮০	৩৩৪	৮১০৬	১৭১৫৭
২০০৭-০৮	৩৩৯৩	৩১৩৭	১২৭৩	৮৩২	৮২১	৪৭৮	৬২০	৪৯০	৪৫১	১০১৩৪	২১৬২৯
২০০৮-০৯	২৮৬৮	৩৪৫২	১৭৬৮	১০১৫	৮৫১	৪৯৮	৮৬৪	৪৬১	৭০৩	১০০২৭	২২৫০৭
২০০৯-১০	৩৮১৯	৩২১৪	১৫৫০	১২৩২	১০৪৬	৮৩৯	৭৮৮	৫৪২	৪৬৯	১০২৩৯	২৩৭৩৮
২০১০-১১	৪৫৬৯	৫৯১৮	১২৯৪	১৩০৮	৭৭৭	৭৩১	১১২৪	৬৭৭	১৭৬০	১৫৫০০	৩৩৬৫৮
২০১১-১২	৪৭৪৩	৬৪৪০	১৭১০	১৪৫৫	৭০৩	৭৯২	১৫৪৪	৭০৯	১৪০৬	১৬০১৪	৩৫৫১৬
২০১২-১৩	২২৭৮	৩১২০	৭৪৪	৫৯৮	২৬৮	৪০০	৬৫৫	২৫৪	১০১২	৭১১৩	১৬৪৪২

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক। *(জুলাই-ডিসেম্বর)

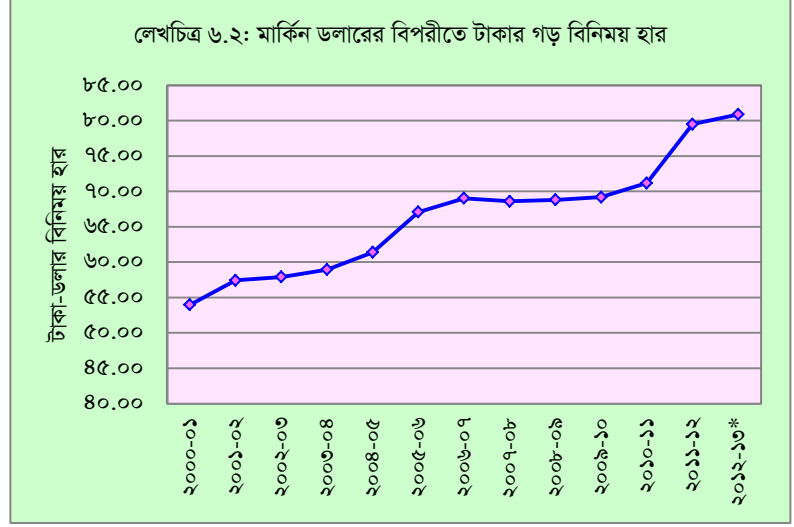
বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার

বাংলাদেশে ভাসমান বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় ব্যবস্থা প্রবর্তনের (৩১ মে ২০০৩ হতে) পর টাকার মূল্যমানে তেমন অস্বাভাবিক কোন অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়নি যা দেশের সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে নির্দেশ করে। বাংলাদেশে বাজারভিত্তিক ভাসমান বিনিময় হার ব্যবস্থা চালু থাকায় বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বাজারে মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। এ ব্যবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে সরাসরি অংশগ্রহণ না করে কেবল বৈদেশিক মুদ্রা হার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে মাঝে মাঝে মুদ্রাবাজারে অংশগ্রহণ করে বৈদেশিক মুদ্রা (মার্কিন ডলার) ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি আমদানি ব্যয় হাস পাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার নিম্নমুখী চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। ফলে, মার্চ ২০১৩ শেষে টাকার মূল্য পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ৩.৪৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ২০০২-০৩ অর্থবছরের গড় ভারিত টাকা-ডলার বিনিময় হার ছিল ডলার ৫৮.৯৪ টাকা, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়কালে গড় ভারিত টাকা-ডলার বিনিময় হার ৮০.৫০ টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২-০৩ অর্থবছর থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি সময়কালে গড় ভারিত টাকা-ডলার বিনিময় হার সারণি ৬.৭ এবং লেখচিত্র ৬.২-এ দেখানো হলো।

সারণি -৬.৭: মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার

অর্থবছর	গড় বিনিময় হার
২০০২-০৩	৫৭.৯
২০০৩-০৪	৫৮.৯৪
২০০৪-০৫	৬১.৩৯
২০০৫-০৬	৬৭.০৮
২০০৬-০৭	৬৮.৯৪
২০০৭-০৮	৬৮.৬
২০০৮-০৯	৬৮.৮
২০০৯-১০	৬৯.১৮
২০১০-১১	৭১.১৭
২০১১-১২	৭৯.৫১
২০১২-১৩*	৮০.৮৮

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক *জুলাই-মার্চ



রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্সে প্রবৃদ্ধি এবং আমদানি হ্রাসের কারণে অতি সম্প্রতি মার্কিন ডলারের চাহিদা কমেছে। ফলে, বাজারে টাকা ডলারের বিনিময় হারের ক্ষেত্রে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১১-২০১২ অর্থবছরের ৩০ জুন শেষে টাকার গড় ভারিত মূল্যমান ছিল প্রতি মার্কিন ডলারে ৭৯.১০ টাকা যা জুলাই-মার্চ ২০১৩ শেষে প্রতি মার্কিন ডলারে ৮০.৫০ টাকায় দাঁড়ায়। সম্প্রতি বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং আমদানির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার কারণে বৈদেশিক মুদ্রার বহিঃপ্রবাহের তুলনায় অন্তঃপ্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে বাজারে ডলারের সরবরাহ বেড়ে যাওয়ায় ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশের আমদানি ব্যয়ের ঋণপত্রের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত) পরিমাণ দাঁড়ায় ২১,২৫৭.৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০১১-১২) একই সময়ের তুলনায় ১৬.৬৭ শতাংশ বেশি এবং রপ্তানি আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯,৭০৩.৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১০.১৬ শতাংশ বেশি। স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, বাজারে ডলার সরবরাহ বৃদ্ধিজনিত কারণে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ডলার- টাকা বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা

টাকার বিনিময় মূল্য ও বাজারে তারল্য পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সরকার নানামুখী ব্যবস্থা নিয়েছে। টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার মাধ্যমে রপ্তানিকে প্রতিযোগিতামূলক রাখার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সময় সময় বৈদেশিক মুদ্রা বাজার হতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় অব্যাহত রেখেছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের ৩১/০৩/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক তফসিলি ব্যাংকসমূহ হতে সর্বমোট ৩.৫৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করেছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত আমদানি ঋণপত্র স্থাপনের পরিমাণ ২৩,১৫২.০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিগত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪.৫২ শতাংশ কম। ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ তে আমদানি ঋণপত্র স্থাপনের পরিমাণ ৩,২৬১.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ; যা জানুয়ারি, ২০১৩ এ ছিল ৩,২৬১.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা বাজারে তারল্য সীমিত করেও মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমানের অবচয় রোধের ব্যবস্থা নিয়েছে। জ্বালানি তেল আমদানির জন্য ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ হতে মেয়াদি অর্থায়নের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

২০১২-১৩ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- বিদেশ হতে ব্যাংকের মাধ্যমে প্রেরিত অনধিক ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) মার্কিন ডলার/সমমান অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রা ফরম 'সি' তে ঘোষণা প্রদানের দরকার নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রবাসী বাংলাদেশীগণ কর্তৃক প্রেরিত ওয়েজ আর্নার্স রেমিট্যান্সের জন্য ফরম 'সি' তে ঘোষণা প্রদানের দরকার হয় না।
- বাংলাদেশ হতে অনলাইন ব্যবস্থায় ডাটা এন্ট্রি/ডাটা প্রোসেসিং প্রভৃতি সেবা প্রদানের বিপরীতে বৈদেশিক আয় প্রত্যাভাসনে অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে (OPG) স্বল্প ব্যয়ে সেবা প্রদান করে থাকে। অনলাইন ব্যবস্থায় সেবা রপ্তানির বিপরীতে অর্জিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয় সহজে দেশে প্রত্যাভাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সর্বোচ্চ লেনদেনের সীমা প্রতি ক্ষেত্রে ৫০০ মার্কিন ডলার থেকে ২,০০০ মার্কিন ডলার এ উন্নীত করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা ফরম 'সি' তে ঘোষণা প্রদানের দরকার নেই।
- সার্কভুক্ত দেশগুলো ও মায়ানমারে ভ্রমণের জন্য ভ্রমণ কোটার পরিমাণ এক পঞ্জিকাবর্ষে ২,০০০ মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়েছে।
- বহির্গামী বাংলাদেশীগণকে আন্তর্জাতিক কার্ডের মাধ্যমে অনলাইনে বাংলাদেশে থেকে হোটেল বুকিং করার অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
- বৈদেশিক ব্রোকারেজ ফার্মের অর্জিত কমিশন দ্রুত প্রেরণের নিয়মাবলী স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্যের প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানির বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় ইউজ্যান্স বিলের প্রাপক তাৎক্ষণিক তহবিল সংস্থানের প্রয়োজনে এডি ব্যাংকের *Offshore Banking Unit*/বিদেশস্থ প্রতিসংগী ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান থেকে সকল ধরনের কমিশন/ফি/সুদসহ (all in cost) বার্ষিক ৬ শতাংশের অনধিক ব্যয়ে স্থায়ী অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের মাধ্যমে ঐ বিল বৈদেশিক মুদ্রায় ডিসকাউন্টিং করতে পারবে।
- *Bangladesh Garments Accessories & Packaging Manufacturers & Exporters Association (BGAPMEA)*-এর সদস্য মিলগুলো কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (EDF) ঋণের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।
- সফটওয়্যার/তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের বৈদেশিক মুদ্রা রিটেনশন কোটা স্থিতির অতিরিক্ত আরও ২০,০০০ মার্কিন ডলার প্রতি বৎসর প্রকৃত ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বিদেশে প্রেরণ করতে পারবে (পূর্বে এ সীমা ছিল অনধিক ১০,০০০ মার্কিন ডলার। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কার্ড এর মাধ্যমে ব্যবহারযোগ্য বৈদেশিক মুদ্রার সীমা পুনঃআবর্তন ভিত্তিতে প্রতি ক্ষেত্রে মার্কিন ডলার ১,০০০ হতে মার্কিন ডলার ২,০০০ এ উন্নীত করা হয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

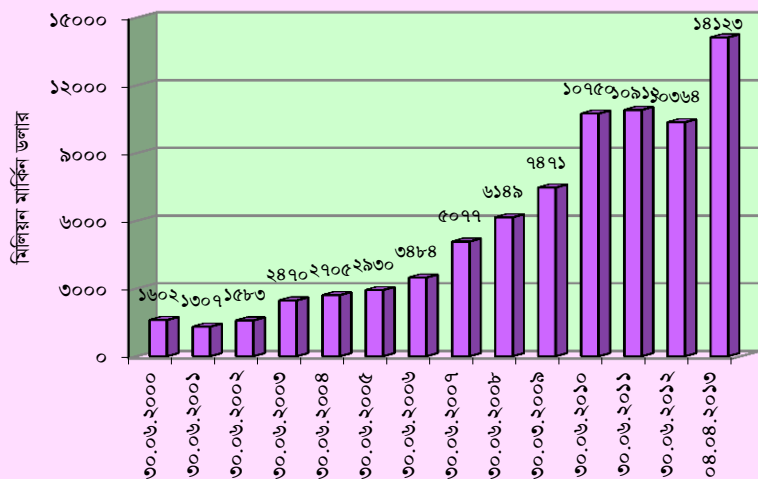
২০১১-১২ অর্থবছরে দেশের রপ্তানি আয় এবং প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি আমদানি ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির পরিমাণ ৩০ জুন ২০১১ তারিখের ১০,৯১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৩০ জুন ২০১২ তারিখে দাঁড়ায় ১০,৩৬৪ মিলিয়ন ডলার। ২০১২-১৩ অর্থবছরের শুরু থেকে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং আমদানির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার কারণে বৈদেশিক মুদ্রার বহিঃপ্রবাহের তুলনায় অন্তঃপ্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি ১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করে। ৩০ জুন, ২০০০ থেকে ৩০ জুন, ২০১২ পর্যন্ত বছরভিত্তিতে এবং সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ০৪/০৪/২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের স্থিতির পরিসংখ্যান ও গতিধারা যথাক্রমে সারণি ৬.৮-এ এবং লেখচিত্র ৬.৩-এ দেখানো হলো।

সারণি -৬.৮: বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

তারিখ	বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
৩০.০৬.২০০০	১৬০২
৩০.০৬.২০০১	১৩০৭
৩০.০৬.২০০২	১৫৮৩
৩০.০৬.২০০৩	২৪৭০
৩০.০৬.২০০৪	২৭০৫
৩০.০৬.২০০৫	২৯৩০
৩০.০৬.২০০৬	৩৪৮৪
৩০.০৬.২০০৭	৫০৭৭
৩০.০৬.২০০৮	৬১৪৯
৩০.০৩.২০০৯	৭৪৭১
৩০.০৬.২০১০	১০৭৫০
৩০.০৬.২০১১	১০৯১২
৩০.০৬.২০১২	১০৩৬৪
০৪.০৪.২০১৩	১৪১২৩

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, ০৪/০৪/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত

লেখচিত্র : ৬.৩ বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি



টারিফ ব্যবস্থা (Tariff Regime)

সরকারের আমদানি নীতির সুমম বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টির নিমিত্ত ২০০০-২০০১ অর্থ বছর থেকে বাংলাদেশ মোস্ট ফেভারড নেশন (এমএফএন) টারিফ হার অনুসরণ করে আসছে। নিম্নের সারণিতে ২০০০-২০০১ অর্থবছর থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত টারিফ কাঠামো উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৬.৯ : ২০০০-২০০১ অর্থ বছর থেকে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত টারিফ কাঠামো

অর্থ বছর	অপারেটিভ' টারিফ (%) এর সংখ্যা	সর্বোচ্চ শুল্কহার	'অপারেটিভ' টারিফ ধাপ
২০০০-২০০১	০, ৫, ১৫, ২৫, ৩৭.৫	৩৭.৫	৫
২০০১-২০০২	০, ৫, ১৫, ২৫, ৩৭.৫	৩৭.৫	৫
২০০২-২০০৩	০, ৭.৫, ১৫, ২২.৫, ৩২.৫	৩২.৫	৫
২০০৩-২০০৪	০, ৭.৫, ১৫, ২২.৫, ৩০	৩০	৫
২০০৪-২০০৫	০, ৭.৫, ১৫, ২৫	২৫	৪
২০০৫-২০০৬	০, ৭.৫, ১৫, ২৫	২৫	৪
২০০৬-২০০৭	০, ৫, ১২, ২৫	২৫	৪
২০০৭-২০০৮	০, ১০, ১৫, ২৫	২৫	৪
২০০৮-২০০৯	০, ৩, ৭, ১২, ২৫	২৫	৫
২০০৯-২০১০	০, ৩, ৫, ১২, ২৫	২৫	৫
২০১০-২০১১	০, ৩, ৫, ১২, ২৫	২৫	৫
২০১১-২০১২	০, ৩, ৫, ১২, ২৫	২৫	৫
২০১২-২০১৩	০, ৩, ৫, ১২, ২৫	২৫	৫

উৎস : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

শুল্ক আইনের সিডিউলে বর্ণিত এমএফএন শুল্ক হারের পাশাপাশি বিভিন্ন সময় গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পৃথকভাবে শুল্ক আইনের ২০ ধারা অনুসারে প্রয়োগকৃত এমএফএন হারের উপর শুল্ক সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এমএফএন ট্যারিফ হারের উপর ৩ প্রকার রেয়াতি শুল্কহার কার্যকর রয়েছে, যথা: (১) বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক/আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় আমদানি, (২) রপ্তানিমুখী শিল্পসহ নিবন্ধিত শিল্পের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি এবং (৩) নির্দিষ্ট কাজের জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন: গবাদিপশু ও হাঁসমুরগী, ঔষধ, চামড়া ও বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল আমদানি। বর্তমানে এমএফএন শুল্ক হারের পাশাপাশি নিম্নলিখিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে শুল্ক রেয়াত সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে:

- (ক) রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ;
- (খ) নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ;
- (গ) ঔষধ শিল্প কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামাল;
- (ঘ) টেক্সটাইল শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল;
- (ঙ) কৃষি খাতে ব্যবহৃত উপকরণ;
- (চ) কম্পিউটার এবং কম্পিউটারের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি;
- (ছ) চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা উপকরণ;
- (জ) সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশকগণ কর্তৃক আমদানিকৃত নিউজ প্রিন্ট;
- (ঝ) কৃষি কাজে ব্যবহার্য কীটনাশক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত কাঁচামাল; এবং
- (ঞ) হাঁস-মুরগী খামার কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ।

ট্যারিফ হ্রাসকরণ

দেশীয় শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বিশ্বব্যাপী আমদানি শুল্ক হ্রাসের প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের আমদানি শুল্কহার হ্রাস করার যে প্রক্রিয়া ১৯৯১-১৯৯২ অর্থ বছরে শুরু করা হয়েছিল তা ২০১২-১৩ সালেও অব্যাহত রাখা হয়েছে। আমদানি শুল্কের অভ্যন্তরিত গড় ছিল ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে ৫৭.২২ শতাংশ, যা ২০১১-১২ অর্থ বছরে ১৪.৮৩ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে ৯৯.৫০ শতাংশ ট্যারিফ লাইনের উপর মূল্যভিত্তিক শুল্ক আরোপ করা হয়। ২৫টি ট্যারিফ লাইনের বিপরীতে কিছুসংখ্যক পণ্য যেমন: সিমেন্ট ক্লিংকার, বিটুমিন, সোনা, স্টিল প্রডাক্ট এবং পুরাতন জাহাজের উপর বিভিন্ন হারে স্পেসিফিক শুল্ক বলবৎ রয়েছে। আমদানি শুল্কের পাশাপাশি আমদানিতব্য পণ্যের উপরে মূল্য সংযোজন কর, রেগুলেটরী ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক, অগ্রিম আয়কর, অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর আরোপিত রয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছর সম্পূরক শুল্কের ধাপগুলো ছিল ২০ শতাংশ, ৩০ শতাংশ, ৪৫ শতাংশ ৬০ শতাংশ, ১০০ শতাংশ ২৫০ শতাংশ, ৩৫০ শতাংশ ও ৫০০ শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থবছরে সাথে সম্পূরক শুল্কের একটি অতিরিক্ত ধাপ অর্থাৎ ১৫০ শতাংশ ২০১২-১৩ অর্থবছরে সংযোজিত হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে আগের মতই আমদানির উপর ১৫ শতাংশ হারে মূল্য সংযোজন কর ও ৫ শতাংশ হারে অগ্রিম আয়কর আরোপিত রয়েছে। এছাড়া বর্তমান অর্থবছরে অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর ৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৪ শতাংশ করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরের মত বর্তমান অর্থবছরে ২৫ শতাংশ হারে আমদানি শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যের উপর ৫ শতাংশ হারে রেগুলেটরী শুল্ক আরোপিত রয়েছে। নিম্নের সারণিতে এমএফএন অভ্যন্তরিত গড় আমদানি শুল্ক হারের উপর সংস্কারের প্রভাব দেখানো হলো:

সারণি-৬.১০: এমএফএন গড় আমদানি শুল্ক হার

অর্থ বছর	এমএফএন অভ্যন্তরিত গড় ট্যারিফ (%)
২০০৩-০৪	১৮.৮৫
২০০৪-০৫	১৬.৫৩
২০০৫-০৬	১৬.৩৯
২০০৬-০৭	১৪.৮৭

অর্থ বছর	এমএফএন অভ্যন্তরীণ গড় ট্যারিফ (%)
২০০৭-০৮	১৭.২৬
২০০৮-০৯	১৫.১২
২০০৯-১০	১৪.৯৭
২০১০-১১	১৪.৮৫
২০১১-১২	১৪.৮৩
২০১২-১৩	১৫.১০

উৎস : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ডব্লিউটিও ও বাংলাদেশ

বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অধিকতর সম্পৃক্ততার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) সেল ডব্লিউটিও কর্তৃক পরিচালিত সকল প্রকার কার্যক্রমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে আসছে। এ সকল কার্যক্রমের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ডব্লিউটিও'র বিধি-বিধান প্রতিপালনে সহায়তা করা, ডব্লিউটিও সংক্রান্ত বিষয়ে সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় দেশের সকল স্বার্থ সংরক্ষণ করাসহ অধিকতর বাজার সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করা, বিভিন্ন ইস্যুতে দেশের অবস্থান নির্ধারণ করে নেগোশিয়েসনে অংশগ্রহণ করা, ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে বিভিন্ন ইস্যু-তে নিয়মিত মত-বিনিময় করা অন্যতম। এ সকল কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো ডব্লিউটিও'র বিধি-ভিত্তিক ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের তুলনামূলক বাজার সুবিধা কাজে লাগিয়ে বাজার সম্প্রসারিত করা এবং বিদ্যমান বাজার টিকিয়ে রাখা।

ডব্লিউটিও সেল যে সকল উল্লেখযোগ্য কার্য সম্পাদন করেছে তা নিয়ে উল্লেখ করা হলোঃ

১. এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সকল মিনিষ্টেরিয়াল কনফারেন্সে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেছে এবং বাংলাদেশের স্বার্থসংরক্ষণে নিম্নবর্ণিত জোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করে আসছে;

ক. উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্ক-মুক্ত ও কোটা-মুক্ত প্রবেশাধিকার;

খ. সেবাখাতে “মোড-৪ অর্থাৎ *Movement of Natural Person*” এর আওতায় বাংলাদেশের *Unskilled and Semiskilled* জনশক্তি রপ্তানির অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি;

গ. TRIPS চুক্তি বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা হতে LDC-কে দেয়া অব্যাহতির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা গ্রহণ মিনিষ্টেরিয়াল কনফারেন্সে যোগদানের পূর্বে নেগোসিয়াশনের বিভিন্ন ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে সকল ষ্টেকহোল্ডারদের (Govt. Agencies, Trade Bodies and Think Tanks) সাথে মতবিনিময় করা হয় এবং বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলে এসকল সংস্থার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়।

২. স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বাণিজ্যিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬টি আন্তর্জাতিক সংস্থার (ডব্লিউটিও, আংকটাড, আইটিসি, ইউএনডিপি, বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ) যৌথ উদ্যোগে গঠিত *Enhanced Integrated Framework (EIF) process* এ বাংলাদেশ গত নভেম্বর ২০০৯ এ যোগদান করেছে। এই প্রক্রিয়ার আওতায় বাংলাদেশের বাণিজ্য সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে *Diagnostic Trade Integration Study (DTIS)* সম্পন্ন করার জন্য ইতোমধ্যে বিশ্ব ব্যাংককে লিড এজেন্সি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। এ স্ট্যাডির মাধ্যমে দেশের বাণিজ্য ব্যবস্থায় বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন এবং অর্থায়ন সহজ হবে। DTIS মাধ্যমে চিহ্নিত প্রকল্পে *Aid for Trade* এর আওতায় প্রয়োজনীয় ফান্ড সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। DTIS চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

৩. মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তা নিরূপণপূর্বক *TRIPS Need Assessments* প্রতিবেদন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় দাখিল করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সুইজারল্যান্ড, ইউ (EU), ইউএসএ

বাংলাদেশকে TRIPS সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছে। সাথে এ বিষয়ে একটি *MOU* স্বাক্ষর চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ TRIPS article 31 (F) & (H) সংশোধন প্রস্তাব অনুসমর্থন (Ratify) করেছে। এরফলে *Compulsory License* আওতায় ঔষধ শিল্পের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। এ বিষয়ে গত জুলাই ২০১০ এ ঢাকায় এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রতিনিধিদের নিয়ে ডব্লিওটিও'র সহায়তার একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়।

৪. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোষাক শিল্পের শুল্ক-মুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির জন্য জোর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

৫. দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বিরোধী সকল কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করে বাজার উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার পরিবেশ বজায় রাখা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় “কম্পিটিশন আইন, ২০১২” প্রণয়ন করেছে, যা জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। ইতোমধ্যে গেজেট নোটিফিকেশন হয়েছে এবং এ আইনের আওতায় কম্পিটিশন কমিশন গঠনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

৬. বাংলাদেশের তৈরি পোষাক শিল্পে শ্রম সংক্রান্ত কম্পল্যায়ন্স ইস্যুসমূহ, যেমন- শ্রমিকদের কর্মের পরিবেশ, নিরাপত্তা, বেতন-কাঠামো, আন্তর্জাতিক বাজারে তৈরি পোষাক শিল্পের গুণগত মান বৃদ্ধির মাধ্যমে ‘কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং’ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মতামতের ভিত্তিতে “*Better Work Programme*” শুরু করার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় বাণিজ্য সচিব শ্রম সচিবের সাথে *Co-chair* হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী তৈরি পোষাক শিল্প, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা এবং চিংড়ি খাতে শ্রম অধিকার ও সোশাল কম্পল্যায়ন্স নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের আলোকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি বুকলেট প্রকাশ করা হয়েছে।

৭. ১৫-১৭ ডিসেম্বর, ২০১১ জেনেভায় অনুষ্ঠিত ৮ম ডব্লিওটিও মিনিষ্টেরিয়াল কনফারেন্সে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ করেছে। ২০১১ সময়কালে বাংলাদেশ এলডিসি গ্রুপের কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। উক্ত সম্মেলনে স্বল্পোন্নত দেশের স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

(ক) উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বাজারে স্বল্পোন্নত দেশের সেবা খাতের জন্য অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে একটি “ওয়েভার সিদ্ধান্ত” গৃহীত হয় (এমএফএন ওয়েভার)।

(খ) স্বল্পোন্নত দেশের আবেদন প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে ট্রিপস চুক্তি বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতা জুলাই ২০১৩ সময়ের পরেও আরো বৃদ্ধির বিষয়টি পূর্ণাঙ্গভাবে বিবেচনা করা হবে।

(গ) ডব্লিওটিও স্বল্পোন্নত দেশের সদস্যভুক্তির প্রক্রিয়া সহজতর করা হয়েছে।

৮. বাংলাদেশে রপ্তানিপণ্যে আরোপিত বিভিন্ন পদক্ষেপ (অ্যান্টি ডাম্পিং ডিউটি, সেইফগার্ড ডিউটি) সম্পর্কে ডব্লিওটিও সেল যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। উল্লেখ্য, ২০১১ এর শুরুতে তুরস্ক তৈরি পোশাকের উপর সেইফগার্ড ডিউটি আরোপের উদ্যোগ গ্রহণ করলে ডব্লিওটিও সেল তথা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বাণিজ্য সচিব-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল তুরস্ক সফর করে এ সংক্রান্ত শুনানিতে অংশগ্রহণ করে এবং বাংলাদেশের রপ্তানির সপক্ষে তথ্য ও উপাত্ত তুলে ধরে। বিষয়টি এখনো চলমান রয়েছে।

৯. গত ১৫-১৭ অক্টোবর, ২০১২ সময় সুইজারল্যান্ডের জেনেভাস্থ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিওটিও) এর সচিবালয়ে বাংলাদেশের ৪র্থ ট্রেড পলিসি রিভিউ (টিপিআর) অনুষ্ঠিত হয়। বাণিজ্য সচিব-এর নেতৃত্বে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট এক প্রতিনিধিদল উল্লেখিত টিপিআর সভায় অংশগ্রহণ করে। বিশ্ব বাণিজ্যে বিভিন্ন দেশের শেয়ার বা হিস্যার ভিত্তিতে প্রথম চারটি সদস্য দেশ/ইউনিয়নের (যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, চীন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন) ক্ষেত্রে দুই বছর অন্তর, পরবর্তী ১৬টি উন্নত দেশের ক্ষেত্রে চার বছর অন্তর এবং অবশিষ্ট দেশসমূহের ক্ষেত্রে ছয় বছর অন্তর অন্তর টিপিআর অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি সদস্য দেশের বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল নীতি ও কার্যক্রমে ডব্লিওটিও'র নিয়ম-নীতির সাথে কোন প্রকার অসংগতি রয়েছে কিনা, তা-ও টিপিআর এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। তবে, এ রিভিউ এর মাধ্যমে প্রাপ্ত কোন অসংগতি নিয়ে কোন প্রকার আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিধান নেই। ডব্লিওটিও'র বিধান অনুযায়ী শুধুমাত্র স্বচ্ছতা অনুশীলনের লক্ষ্যেই এ রিভিউ পরিচালনা করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় কোন দেশের বাণিজ্য এবং বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত সকল নীতি ও কার্যক্রম

পর্যালোচনা করে ডব্লিওটিও সচিবালয় একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। ডব্লিওটিও কর্তৃক প্রণীত রিপোর্টের পাশাপাশি নিয়ম অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারও একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করেছে, যাতে বাণিজ্য খাতে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন নীতি ও কার্যক্রমের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। টিপিআর সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের দলনেতা বাংলাদেশের বাণিজ্য ও বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতি ও কার্যক্রম তুলে ধরেন।

আঞ্চলিক বাণিজ্য

১. দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি (সাকফটা)

সার্কভুক্ত দেশসমূহের সমন্বয়ে গঠিত এবং ২০০৬ সালে ০১ জুলাই থেকে কার্যকর সাকফটার আওতায় সদস্য দেশসমূহের সেনসিটিভ লিস্ট এবং ট্যারিফ হ্রাসকরণ অব্যাহত আছে। সর্বশেষ সদস্যদেশসমূহ তাদের সেনসিটিভ লিস্ট দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০ শতাংশ হ্রাস করেছে, যা ০১ জানুয়ারি, ২০১২ থেকে কার্যকর হয়েছে। এছাড়া, ভারত, বাংলাদেশসহ সার্কভুক্ত স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে ২৫টি ছাড়া বাকি সব পণ্যে শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুবিধা প্রদান করেছে। ফলে ভারতসহ সার্কভুক্ত দেশসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধিসহ বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পাবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশের সেনসিটিভ লিস্টে পণ্যের সংখ্যা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য ৮৮৭ এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য ৯৯৩। সাকফটার আওতায় তৃতীয় পর্যায়ে সদস্য দেশসমূহের সেনসিটিভ লিস্ট আরও কমিয়ে আনার লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা চলছে। উল্লেখ্য, সাকফটার আওতায় বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ (ভারত প্রথম)। ২০১১ সালে সাকফটার আওতায় বাংলাদেশের মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৫০ মি. মার্কিন ডলার।

২. সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (সার্কিস)

২৯ এপ্রিল, ২০১০ তারিখে থিম্পুতে অনুষ্ঠিত ১৬তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সদস্য দেশসমূহ কর্তৃক সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (সার্কিস) স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশসহ সদস্য দেশসমূহ এ চুক্তির আওতায় ইতোমধ্যে প্রাথমিক অফার লিস্ট ও রিকোয়েস্ট লিস্ট বিনিময় করেছে। বাংলাদেশ ০২টি সার্ভিস সেक्टरে অফার দিয়েছে (টেলিকম ও ট্যুরিজম) এবং ১০টি সার্ভিস সেक्टरে রিকোয়েস্ট করেছে। সদস্য দেশসমূহের সিডিউল অব কমিটমেন্টস চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে নেগোসিয়েশন অব্যাহত আছে। চুক্তিটি বাস্তবায়িত হলে সেবা খাতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ এ খাতে বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে।

৩. এশিয়া-প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (আপটা)

বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া ও লাও পিডিআর এর সমন্বয়ে ২০০৫ সালে পুনর্গঠিত এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (আপটা) এর আওতায় ৩য় রাউন্ড নেগোসিয়েশন ২০০৬ সালে সম্পন্ন হয়েছে। ৩য় রাউন্ডে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য চীন ১৬১টি পণ্যে ৭৭.৯ শতাংশ শুল্ক সুবিধা, দক্ষিণ কোরিয়া ৩০৬টি পণ্যে ৬৪.৬ শতাংশ শুল্ক সুবিধা এবং ভারত ৪৮টি পণ্যে ৩৯.৭ শতাংশ শুল্ক সুবিধা প্রদান করেছে। আগামী ৯-১১ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখ আপটা স্ট্যান্ডিং কমিটির ৪০তম সভায় অধিকতর ট্যারিফ কনসেশনের মাধ্যমে ৪র্থ রাউন্ড নেগোসিয়েশন শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। ৪র্থ রাউন্ডে ট্যারিফ কনসেশন ছাড়াও Trade Facilitation, Investment Protection এবং Liberalisation of Trade in Services বিষয়ে তিনটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তিগুলি বাস্তবায়িত হলে আপটাভুক্ত দেশসমূহের সাথে সেবাখাতে বাণিজ্য বৃদ্ধিসহ বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। আপটা মিনিস্টেরিয়াল কাউন্সিলের ৪র্থ সভা এ বছরের শেষের দিকে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আছে।

৪. টিপিএস-ওআইসি

ওআইসি সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে Framework Agreement on Trade Preferential System among the Member States of the OIC (TPS-OIC) এর আওতায় বাংলাদেশ ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ তারিখ এ সংক্রান্ত বুলস অব অরিজিন স্বাক্ষর করে এবং ২৩ জুন, ২০১১ তারিখ তা অনুসমর্থন করেছে। এছাড়া, বাংলাদেশ ফেব্রুয়ারি,

২০১২ মাসে ৪৭৬টি পণ্যের অফার লিস্ট প্রেরণ করেছে। এ চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে রুলস আব অরিজিনের (৩০% মূল্য সংযোজন) সুবিধা লাগিয়ে বাংলাদেশ অন্যান্য সদস্য দেশে রপ্তানি বৃদ্ধিতে সমর্থ হবে।

৫. ডি-৮ (ডেভেলপিং-৮)

বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ইরান, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, মিশর ও নাইজেরিয়া এর সমন্বয়ে ২০০৬ সালে গঠিত ডি-৮ গ্রুপের আওতায় প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড চালুর লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয় এবং ২৫ আগস্ট, ২০১১ তারিখ থেকে কার্যকর হয়। তবে বাংলাদেশ রুলস অব অরিজিনে মূল্যসংযোজন শর্ত ৩০ শতাংশে নামিয়ে আনার প্রস্তাব করলেও এখনও তা কার্যকর হয়নি। বাংলাদেশ এ লক্ষ্যে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

৬. দি বে অব বেঙ্গল ইনিসিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকনোমিক কো-অপারেশন (বিমস্টেক)

বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, নেপাল এবং ভুটানের সমন্বয়ে ১৯৯৭ সালে *BIMSTEC (The Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral and Economic Cooperation)* আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট গঠিত হয়। এ জোটের আওতায় বিমস্টেক এফটিএ (ফ্রি ট্রেড এরিয়া) গঠনের লক্ষ্যে বিগত ফেব্রুয়ারি ২০০৪ এ একটি ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তিতে (১) পণ্য বাণিজ্য, (২) সেবাসেবার বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের উপর বর্তমানে আলোচনা চলছে। চুক্তিতে যে ১৩টি সেক্টর/সাব-সেক্টর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা হলঃ (১) ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট, (২) টেকনোলজি, (৩) এনার্জি, (৪) ট্রান্সপোর্ট এন্ড কমিউনিকেশন, (৫) ট্যুরিজম, (৬) ফিশারি, (৭) এগ্রিকালচার, (৮) কালচারাল অপারেশন, (৯) এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডিজারস্টার ম্যানেজমেন্ট, (১০) পাবলিক হেলথ, (১১) পিপল টু পিপল কন্ট্যাক্ট, (১২) পোভার্টি অ্যালিভিয়েশন এবং (১৩) কাউন্টার টেররিজম ও ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম।

এ চুক্তির অধীনে (১) Agreement on Trade in Goods, (২) Agreement of Trade in Services, (৩) Agreement on Trade in Investment, (৪) Agreement on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters, (৫) Protocol to Amend the Framework Agreement on the BIMSTEC Free Trade Area, (৬) Agreement on Dispute Settlement Procedures and Mechanism চূড়ান্ত করা হয়েছে। বিমস্টেক এর আওতায় শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া কার্যকর করার ক্ষেত্রে ফাস্ট ও নরমাল ট্র্যাক পন্থা গ্রহণ করা হয়। ফাস্ট ট্র্যাক এর আওতায় নির্বাচিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশসমূহ (ভারত, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ড) স্বল্পোন্নত (বাংলাদেশ, মায়ানমার, নেপাল ও ভুটান) দেশসমূহের জন্য এক বছরের মধ্যে এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য তিন বছরের মধ্যে শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। অন্যদিকে, ফাস্ট ট্র্যাকে অন্তর্ভুক্ত পণ্যসমূহের উপর স্বল্পোন্নত দেশসমূহ উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য পাঁচ বছরের মধ্যে এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য তিন বছরের মধ্যে শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। নরমাল ট্র্যাক এর আওতায় নির্বাচিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশসমূহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য তিন বছরের মধ্যে এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য পাঁচ বছরের মধ্যে শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। অপরদিকে, নরমাল ট্র্যাক এর আওতায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহ উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য দশ বছরের মধ্যে এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য আট বছরের মধ্যে শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

৭. এগ্রিমেন্ট অন ফ্রি ট্রেড এরিয়া (এফটিএ)

বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক এফটিএ গঠনের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত এফটিএ পলিসি গাইডলাইনস্-২০১০ গত ২৩ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত পলিসি গাইডলাইনস্ এর ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের সাথে এফটিএ গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে। মালয়েশিয়ার সাথে দ্বিপাক্ষিক এফটিএ গঠনের জন্য খুব শীঘ্রই নেগোশিয়েসন শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য

২২ অক্টোবর, ২০১০ তারিখে স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বর্ডার হাট স্থাপন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারকের (এম.ও.ইউ) আওতায় ১৮ জুলাই, ২০১১ তারিখ কুড়িগ্রাম সীমান্তে বালিয়ামারিতে প্রথম এবং ০১ মে, ২০১২ তারিখে সুনামগঞ্জের ডলারোতে ২য় বর্ডার হাট চালু করা হয়েছে; এর ফলে দু'দেশের সীমান্ত এলাকার লোকজন তাদের পণ্য সহজে বেচা-কেনা করতে পারবে এবং ইনফরমাল বাণিজ্য অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এছাড়া বাংলাদেশ-ত্রিপুরা সীমান্তে আরও ৪টি বর্ডার হাট স্থাপন প্রক্রিয়াধীন আছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে ভারত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নন-ট্যারিফ বাধা দূর করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৪ জানুয়ারি, ২০১০ তারিখ বাংলাদেশের তৈরি পোষাকের ওপর ৪ শতাংশ স্পেশাল এডিশনাল ডিউটি এবং ২০ এপ্রিল, ২০১১ তারিখ পাটজাত পণ্যের ওপর আরোপিত ১৪ শতাংশ কাউন্টারভেইলিং ডিউটি (সিভিডি) প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ থেকে ভারতে তৈরি পোষাক এবং পাটজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। মার্চ, ২০১২ মাসে বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি-পরবর্তী ৩ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ মায়ানমার জয়েন্ট ট্রেড কমিশনের ৬টি সভা ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। গত তিন বছরে সচিব পর্যায়ের সভাগুলো নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ গত ১১-১২ নভেম্বর ২০১২ তারিখে ঢাকায় ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহের মাধ্যমে ব্যাংকিং চ্যানেলে বাণিজ্য সম্পাদন ও এশিয়া ক্লিয়ারিং ইউনিয়নকে ব্যবহার এবং একক চালানে পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি, বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তে বাংলাদেশ অংশে সীমান্ত হাট চালু করার বিষয়ে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ-মায়ানমার নৌ-প্রটোকল চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

২০০৯ সালে বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে ৫ বছর মেয়াদি বাণিজ্য চুক্তি ও এতদসংক্রান্ত প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তি ও প্রটোকল বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ ও ভুটানের পণ্য পারস্পরিক শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাচ্ছে। বর্তমানে বুড়িমারি ও তামাবিল ছাড়াও নকুগাঁও ও হালুয়াঘাট স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশ-ভুটান বাণিজ্য চলছে।

২০১২ সালের জুলাই কাঠমান্ডুতে বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বাণিজ্য সচিব পর্যায়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় যুগ্ম-সচিব পর্যায়ে টেকনিক্যাল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শুল্ক ও অশুল্ক বাধা, বিনিয়োগ, যোগাযোগ আবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং দেশের বাণিজ্য বিরোধ মিমাংসার জন্য একটি কৌশল চূড়ান্ত করা হয়। শুল্ক ও অশুল্ক বাধা দূরীকরণের ফলে উভয় দেশের বাণিজ্য প্রায় ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।